৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে হলি আর্টিজেন হা'মলার পূর্নাঙ্গ রায় প্রকাশ

হামলাকারী জেএমবি'র জঙ্গীরা : সংগৃহীত ছবি

গুলশানের আলোচিত হোলি আর্টিজানের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সাত জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়ে হাইকোর্টের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৭ জুন) পূর্ণাঙ্গ রায়টি সুপ্রিম কোর্টের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা হয়, 'আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের নির্মমতা, নৃশংসতা, ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে সন্ত্রাসীদের সামগ্রিক নিষ্ঠুর আচরণ এবং এ ঘটনার ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া বিবেচনায় নিয়ে আপিলকারী আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে বলে আমরা মনে করি।'

এর আগে ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর বিচারপতি সহিদুল করিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ওই রায় দিয়েছিলেন। এ মামলায় আরও সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল।

আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাত আসামি হলেন রাকিবুল হাসান ওরফে রিগ্যান, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, আসলাম হোসেন ওরফে রাশ, হাদিসুর রহমান, আবদুস সবুর খান ওরফে সোহেল মাহফুজ, মামুনুর রশীদ ওরফে রিপন ও শরিফুল ইসলাম খালেদ।

২০১৬ সালের ১ জুলাই রাতে ঢাকার গুলশানে হোলি আর্টিজান বেকারিতে নৃশংস হামলা চালানো হয়। জিম্মি করে দেশি-বিদেশি অতিথিদের কুপিয়ে ও গুলি করে ২২ জনকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদেশিদের মধ্যে রয়েছে ইতালির নয়জন, জাপানের সাতজন, ভারতের একজন এবং বাংলাদেশি তিনজন ছিলেন। জিম্মিদের মুক্ত করতে গিয়ে বোমা হামলায় নিহত হন আরও পুলিশের দুই কর্মকর্তা। এ ঘটনার মামলায় ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর বিচারিক আদালত রায় দেন। 'নব্য জেএমবির' সাত সদস্যকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল।

পূর্ণাঙ্গ রায়ে আদালত বলেছেন, তারা সন্দেহাতীতভাবে এই ঘটনার শুরু থেকে জড়িত বলে প্রমাণিত। তাই

বিচারিক আদালতের দেয়া মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ৬(২)(আ) ধারায় সাত আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা হয়, এ ক্ষেত্রে আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের নির্মমতা, নৃশংসতা, ঘটনাস্থলে সন্ত্রাসীদের সামগ্রিক নিষ্ঠুর আচরণ এবং এ ঘটনার ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া বিবেচনায় নিয়ে আপিলকারী আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়া হলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে বলে আমরা মনে করি।